প্রথম আলো

তারিখ 20 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

নির্বাচনী এমপিওভুক্তি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে তো?

সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, মেয়াদের শেষের দিকে সরকার অনেক কিছুই করে নির্বাচন মাথায় রেখে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বছর তিনেক ধরে বন্ধ ছিল। এখন আবার তা শুরু হয়েছে, এটাকে নির্বাচনী এমপিওভুক্তি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা মাসে যে বেতন-ভাতা পান, তার সঙ্গে সরকারি অংশ যুক্ত হওয়া মানেই এমপিওভুক্তি। গত তিন বছর সরকার নতুন কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেনি আর্থিক কারণে। এখন কি সরকারের অর্থসংকট কমে গেছে? বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা উপকৃত হবেন। ফলে সরকার যদি আবার সেটা শুরু করে, তবে তাকে সুসংবাদ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর উদ্দেশ্য নিয়ে। নির্বাচনের আগে এ ধরনের উদ্যোগকে রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত হিসেবে ধরে নেওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক মানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দলীয় স্বার্থ, স্বজনপ্রীতি—এসব এ ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি জোরালোভাবে চিন্তা করছে। সংসদীয় কমিটিও এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এখন কোন প্রক্রিয়া ও কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে, সেটা এক বড় বিবেচনা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, এ ব্যাপারে তারা নীতিনির্ধারকদের দিকনির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছে।

নির্বাচনের আগে সরকার এ ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়ার আশঙ্কাই প্রবল। আমাদের এই আশঙ্কা যাতে অমূলক হয়, সে বিবেচনা থেকেই সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি এই আগাম দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। আমরা আশা করব, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মান ও সম্ভাবনা—এসবই যেন মূল বিবেচ্য হয়। রাজনৈতিক বিবেচনা বা ভোটের রাজনীতি যেন এখানে বড় হয়ে দেখা না দেয়। শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থই যদি বড় হয়, তবে এটাই হওয়া উচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের পথ। সরকার কী করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।